যায়যায়দিন

তারিখ 4 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লাগাতার হরতালে বিপাকে শিক্ষার্থীরা

ঘাযাদি রিপোর্ট

ধারাবাহিক হরতাল কর্মসূচিতে বিপাকে পড়েছে এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা কয়েক দফা পিছিয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার ফলাফলেও এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে হরতাল না দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারা বলেছেন, অবশ্যই আন্দোলনের ভিন্ন পন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

হরতালে চলমান এসএসসি ও সমমানের পাঁচটি পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এসএসসি, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালের ৩৭টি বিষয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় এসএসসি ও সমানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্যে ৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ জামায়াতে ইসলামী; ২৪ ফেব্রুয়ারি ইসলামী ও সমমনা কয়েকটি দল এবং ৫ মার্চের বিএনপির হরতালে পিছিয়ে দেয়া হয় এসএসসি পরীক্ষা। বারবার পরীক্ষা পেছানোর ফলে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে এর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুআরা বেগম।

রোববার তিনি বলেন, একের পর এক পরীক্ষা পেছানোয় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাতা দেখায় দেরি হবে এবং ফলাফলেও এর প্রভাব পড়বে। একটি বিষয়ের প্রস্তুতি নিয়ে সে পরীক্ষা দিতে না পারলে অন্য পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও বিঘ্ন ঘটে। এতে ফলাফল বিপর্যয় হতে পারে। শুধু এসএসসি পরীক্ষার্থীরা নয়, ধারাবাহিক হরতালে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ক্যালেন্ডারও মেনে চলা যাচ্ছে না উল্লেখ করে এই অধ্যক্ষ বলেন, এভাবে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখতে হলে সমন্বয়মতো সিলেবাসও শেষ করা যাবে না।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহার আরা বেগম বলেন, হরতালে কোনোভাবেই স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কয়েক দফা এসএসসি পরীক্ষা পেছানোয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এর কোনো প্রভাব পড়বে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরীক্ষার আগে যেমন বন্ধ থাকা দরকার, ঠিক তেমনি পরীক্ষার আগে অতিরিক্ত বন্ধও খারাপ। সিডিউল ঠিক না থাকলে অনেকের ভুল করার আশঙ্কা থাকে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ওপর বাড়ছে মানসিক চাপ

হরতালে এসএসসির পাঁচটি বিষয়ের পরীক্ষা পেছানোয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও চরম উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা রাজনীতিবিদদের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। এ থেকে উত্তরণের পথ বের করতে হবে।

বিরোধী দলের সঙ্গে সরকার বৈঠক করে হরতাল বাদে রাজনৈতিক আন্দোলনের নতুন পন্থা অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে- মত দিয়ে দুই বছরের দিনে বিনামূল্যে বিশেষ ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

আর এসএসসি পরীক্ষার্থী নওরীন সুলতানা বলে, পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে সবকিছু উল্টাপাল্টা লাগে। রাজধানীর একটি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের এই শিক্ষার্থী বলে, 'পরীক্ষার আগে নেয়া আমার সব ছক ভেঙে গেছে। ভালো প্রস্তুতি নিয়েও মনের মতো পরীক্ষা দেয়া যাচ্ছে না। আমরা হরতাল চাই না।'

এসএসসি পরীক্ষার্থী কৌশিক আহমেদ, এবং জায়েদ মাহবিন ফাহিমও হরতাল না দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ জানান। নিজের ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে জানিয়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা আতিকুর রহমান তমাল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের কথা কেউই চিন্তা করে না। বাড়িতে পরীক্ষার্থী থাকায় হরতাল এখন আমাদের কাছে চরম আতঙ্কের নাম। প্রতিক্ষণেই ভয়ে থাকি কখন হরতালের কর্মসূচি আসে।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, পরীক্ষার প্রস্তুতি ব্যাহত হলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের গতি নষ্ট হয়ে যায়। তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এসএসসি পরীক্ষা কয়েক দফা পেছানোয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর প্রভাব পড়ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হরতালের কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। হরতালে পরীক্ষার্থীদের 'সাংঘাতিক' ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন।